بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
১৩ সেপ্টেম্বর ২০২০

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভায় মিলিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করলো মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া অস্ট্রেলিয়া

হুযূর আকদাসের সাথে আনুষ্ঠানিক বৈঠক করলেন মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার ন্যাশনাল আমেলা সদস্যবৃন্দ ও স্থানীয় কায়েদগণ

১২ সেপ্টেম্বর ২০২০ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া (আহমদীয়া মুসলিম যুব অঙ্গ সংগঠন) অস্ট্রেলিয়ার ন্যাশনাল আমেলা (কার্যনির্বাহী) ও স্থানীয় কায়েদ (সভাপতি)-গণের এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে এ সভার সভাপতিত্ব করেন, আর আমেলার প্রতিনিধিবৃন্দ বৃহত্তর সিডনী অঞ্চলের শহরতলী এলাকা মার্সডেন পার্কে অবস্থিত বায়তুল হুদা মসজিদ কমপ্লেক্স (জাতীয় সদর দপ্তর)-এর খিলাফত হলে সমবেত হন।

সভায় খোদ্দাম প্রতিনিধিবর্গ নিজ নিজ বিভাগের কর্মকাণ্ডের রিপোর্ট এবং প্রস্তাবিত ভবিষৎ পরিকল্পনা উপস্থাপনের সুযোগ লাভ করেন।

হুযূর আকদাস আহমদী যুবকদের নৈতিক ও ধর্মীয় প্রশিক্ষণের বিষয়ে এবং মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের ক্রমাগত উন্নতির লক্ষ্যে বিস্তারিত দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

ধর্মীয় শিক্ষার বিষয়ে হুযূর আকদাস বলেন যে, জাতীয় তালীম (শিক্ষা) বিভাগের পক্ষ থেকে কেবলমাত্র সাধারণ সদস্যদের ধর্মীয় জ্ঞানের পরীক্ষার নেয়াই যথেষ্ট নয়। বরং, সদর (ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট), মোহতামীম (ন্যাশনাল সেক্রেটারি) এবং সকল পর্যায়ের সকল মজলিসে আমেলার সকল সদস্যের জন্য আবশ্যক যে, তারা যেন এমন পরীক্ষাসমূহে অংশ নেন; যেন তারা অন্যান্য সদস্যদের জন্য এক ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন এবং তারা এটি নিশ্চিত করেন যে, তাদের জ্ঞানও ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। হুযূর আকদাস আমেলার সদস্যদের স্মরণ করান যে, প্রকৃত নেতৃত্বের জন্য বিনয় এবং আন্তরিকতা প্রয়োজন। আর তাই এটি আবশ্যক যে, আমেলার সদস্যগণ নিজেরা অংশগ্রহণ করেন না, এমন কিছু যেন তারা অন্যদের উপর আরোপ না করেন।

শিশু-কিশোরদের নৈতিক প্রশিক্ষণ সম্পর্কে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“কতকগুলো বিষয় আছে যেগুলো স্কুলে যেভাবে শেখানো হয়, তা ইসলামী মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাই এটি মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার দায়িত্ব, তারা যেন এমন সব বিষয়ে ইসলামী দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে আহমদী শিশুদের অবহিত করে। তাদেরকে ন্যায় এবং অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য শেখান। উপরন্তু, যুবকদের সঙ্গে ব্যক্তিগত পর্যায়ে আপনাদের সম্পর্ক গড়ে তোলা উচিত। তাদের বন্ধু হয়ে যান এবং তাদের মনে যে প্রশ্নই থাকুক না কেন, তার উত্তর প্রদান করুন।”

স্কুলের পাঠ এবং শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে একজন আমেলর সদস্য অবহিত করেন যে, অস্ট্রেলিয়ায় কতক স্কুলে ধর্ম শিক্ষার মধ্যে ‘ইসলাম ধর্ম’ পড়ানো হয়; কিন্তু পাঠ্যক্রমে এমন কতক বিষয় রয়েছে যেগুলো আহমদীয়া মুসলিম

জামা'তের ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তিনি প্রশ্ন করেন, ইসলাম ধর্ম শিক্ষার এমন ক্লাস থেকে আহমদী অভিভাবকদের নিজেদের সন্তানদের প্রত্যাহার করা উচিত কিনা।

প্রত্যুত্তরে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আপনাদের সন্তানদের প্রত্যাহার করার কোন প্রয়োজন নেই, তবে মাতা-পিতা এবং মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার ব্যবস্থাপনার উচিত এমন স্কুলসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলা এবং নিজেদের উদ্বেগ সম্পর্কে তাদের অবহিত করা। তাদেরকে বলা উচিত যে, স্কুলে ইসলাম সম্পর্কে এমন বিষয়সমূহ শেখানো উচিত নয় যা পাঠ্যক্রমকে কোন বিশেষ ফিরকার সাথে সম্পৃক্ত করে। বরং, তাদের এমন বিষয়াদি শেখানো উচিত, যা সম্পর্কে বিভিন্ন মুসলিম ফিরকার মধ্যে সাধারণ মতৈক্য বিদ্যমান, এবং যেগুলো পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"উপরন্তু, আহমদী মুসলমানদের স্বয়ং নিজ সন্তানদেরকে আমাদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে শেখানো উচিত এবং স্কুলে বা অন্য কোথাও তারা ভুল কিছু শিখে থাকলে তা শুধরে দেয়া উচিত। আপনাদের সন্তানদের বলুন যে, ইসলামের শিক্ষাসমূহের ভিত্তি পবিত্র কুরআন ও মহানবী (সা.)-এর হাদীস; আর কতক ইসলামী ফিরকার মধ্যে এমন কিছু বিশ্বাস ও ধারণা প্রবেশ করেছে যেগুলো মন্দ বিদআত (উদ্ভাবন)। আর তাদেরকে বলুন যে, এমন বিদআতসমূহ দূর করা এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাসমূহকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্যই আল্লাহ্ তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে আবির্ভূত করেছেন। আপনাদের ধৈর্যের সাথে আপনাদের সন্তানদের প্রশ্নসমূহের উত্তর দেয়া উচিত এবং যতক্ষণ না তারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাসমূহ পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন করে এবং তাদের হৃদয় প্রশান্ত হয়, ততক্ষণ আপনাদের থামা উচিত নয়।"

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার জ্যেষ্ঠতর সদস্যদের উদ্দেশ্য করে হুযূর আকদাস বলেন যে, তাদের সর্বদা সচেষ্ট থাকা উচিত যেন ইসলামের সেবায় তাদের আবেগ ও উচ্ছ্বাস বজায় থাকে।

হ্যরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“একবার যখন আপনারা মজলিস আনসারুল্লাহ (চল্লিশোর্ধ আহমদী মুসলমান পুরুষদের অঙ্গ সংগঠন)-তে প্রবেশ করবেন, তখন আপনাদের সচেষ্ট থাকা উচিত হবে যে, আপনারা যেন নিজেদের স্পৃহার জায়গাটিতে যুবকই থেকে যান এবং ইসলামের সেবা ও আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের লক্ষ্যসমূহ অর্জনের উদ্দেশ্যে উদ্দীপনা ও প্রাণচাঞ্চল্যের সাথে কাজ করে যেতে থাকেন।”

সভার শেষ প্রান্তে, ন্যাশনাল আমেলার একজন সদস্য, তিনি সম্প্রতি ওয়াকফে যন্দিগী (জীবন উৎসর্গকারী) হিসেবে আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের সেবায় কাজ শুরু করেছেন, হুযূর আকদাসের আছে এমন কোনো দিকনির্দেশনা বা পরামর্শ চান যা. তার সারা জীবন কাজে লাগবে।

উত্তর দিতে গিয়ে, হুযূর আকদাস খোদাতা’লা এবং মানবজাতির অধিকার আদায়ের মৌলিক গুরুত্বের উপর জোর দেন। উপরন্তু, হুযূর আকদাস তাগিদ দিয়ে বলেন যে, সকল বিষয়ে বিনয় অবলম্বন করা অত্যাবশ্যক এবং কোন ব্যক্তিরই, কখনোই, নিজেকে অন্য কারো চেয়ে শ্রেয় জ্ঞান করা উচিত নয়।